যথেষ্ট থেকে অধিক

(More than Enough)

আদিপুস্তক ৪৬:২৮ - ৪৭:২৬ পদ

পৃথিবীর মাটিতে আমাদের জীবন বিভিন্ন অভিজ্ঞতায় পূর্ণ। কিন্তু প্রশ্ন হল, আমরা সেই সমস্ত অভিজ্ঞতাকে কীভাবে ব্যাখ্যা করি। আমরা কি তাদের ইতিবাচক বিষয় হিসাবে দেখি, না কি, নেতিবাচক বিষয়? বিশ্বাসী আমরা আমাদের জীবনে যা পেয়েছি, তা কি যথেষ্ট, না কি, আমরা যা পাবার যোগ্য ছিলাম, তার থেকে অনেক বেশি পেয়েছি?

যাকোব ও তার ছেলেদের জীবনের যে সময় সম্বন্ধে আজ আমরা পাঠ করেছি, তার বিষয় যে কথা আমরা বলতে পারি, তা হল, তারা যা পাবার যোগ্য ছিল, তার থেকে তারা অনেক বেশি পেয়েছিল। আমরা তাদের জীবনকে বাস্তব দৃষ্টিকোন থেকে দেখতে পারি। যোষেফের ভাইরা দুর্ভিক্ষ যতদিন না শেষ হয়, সেই দেন পর্যন্ত কেবল বেঁচে থাকার তাগিদে দ্বিতীয় বারের জন্য শস্য ক্রয় করতে মিসরে গেছিল। অবশ্য, তাদের আরও দুটি আশা ছিল, আর তা হল, মিসরে তাদের বন্দি ভাই শিমিয়নকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা এবং বিন্যামীনকে সঙ্গে করে কনানে ফিরে আসা। কিন্তু যদিও এই ৩টি বিষয়ের জন্য তারা দর কষাকষি করেছিল, বাস্তবে তার থেকে অনেক বেশি তারা পেয়েছিল। কেবল বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় শস্যের সংস্থান নয়, তাদের সমস্ত পরিবারকে মিসরে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, যেন তারা মিসরের সারাংশ ভোগ করতে পারে (৪৫:১৮)। কেবল বন্দি শিমিয়নকে ফিরে পাওয়া নয়, কিংবা নিরাপদে বিন্যামীনকে নিয়ে কনানে প্রত্যাবর্তন নয়, তার সঙ্গে তারা সেই সুসংবাদ আনয়ন করেছিল যে ***"যোষেফ এখনও জীবিত আছে, আবার সমস্ত মিসর দেশের উপরে সে-ই শাসনকর্তা হয়েছে"*** (৪৫:২৬)। যোষেফের ভাইরা যা পাবার যোগ্য ছিল, তার থেকে অনেক বেশি তারা পেয়েছিল।

এই কথা তাদের পিতা যাকোবের জন্যও একই ভাবে প্রযোজ্য। যাকোব প্রথমে তার প্রিয় সন্তান বিন্যামীনকে মিসরে পাঠাতে চায়নি। তার জন্য শিমিয়ন মিসরের কারাগারে কষ্ট পাবে, কিন্তু তাতে তার বিন্দুমাত্র চিন্তা ছিল না। তথাপি যাকোব যখন বিন্যামীনকে তার দাদাদের সঙ্গে মিসরে পাঠাতে বাধ্য হয়, তখন যাকোব বিন্যামীনকেও হারাবার ভয়ে জীবনের শেষদিন গুনতে শুরু করেছিল। কিন্তু বিন্যামীনকে কেবল নিরাপদে লাভ করা নয়, যাকোব যোষেফকেও পুনরায় ফিরে পায়, যাকে সে মৃত জ্ঞান করেছিল। আবার, মিসরের শানকর্তার জন্য সামান্য কিছু উপহার দিয়ে যদিও কয়েকটি গাধাকে পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু সেগুলি মিসরের সমস্ত বহুমূল্য উপহারে পূর্ণ হয়ে ফিরে এসেছিল।

ঈশ্বর আমাদের প্রতি কেমন ব্যবহার করেন, সে বিষয়ে আমরা একটি পরিষ্কার ছবি এখানে দেখতে পাই। যখন আমরা খ্রীস্টের মাধ্যমে পিতা ঈশ্বরের কাছে আসি, তখন আমরা যা পাবার যোগ্য, তা তিনি আমাদের দেন না; পরিবর্তে আমরা কল্পনা পর্যন্ত করতে পারি না, এত বেশি তিনি আমাদের দিয়ে থাকেন। (১) আমাদের সমস্ত পাপ ও অপরাধ তিনি ক্ষমা করেন; (২) তাঁর নিজের পরিবারে সন্তান করে ঈশ্বর আমাদের গ্রহণ করেন; (৩) আগামী গৌরবপূর্ণ অনন্ত উত্তরাধিকারে তিনি আমাদের যীশু খ্রীস্টের সহদায়াদ করেন (রোমীয় ৮:১); এবং (৪) তার দ্বারা তিনি আমাদের সমস্ত বিষয়ে বিজয়ী অপেক্ষা অধিক বিজয়ী করেন (রোমীয় ৮:৩৭)। আবার, তিনি যদি চান, এই পৃথিবীর মাটিতেও তিনি আমাদের অনেক বিষয়ে অধিকার দিতে পারেন, যা আমাদের পক্ষে শোভা হয় (গীত ১৬:৬)। এই সমস্ত বিষয়ের জন্য আমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনে বাধ্য।

তথাপি আমাদের হৃদয় অনেক সময় ঈশ্বরের এই সমস্ত দয়া ও করুণার প্রতি অন্ধ থাকে। আর তাই আমাদের জীবনের সেই সমস্ত ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে আমরা তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে থাকি, যে সমস্ত বিষয়কে আমরা নেতিবাচক জ্ঞান করে থাকি। তাই অনেক বড় বিষয়, যা ঈশ্বর আমাদের জীবনে করেছেন, তাদেরকে আমরা তেমন আমল দিই না; পরিবর্তে, সেই সমস্ত ক্ষুদ্র বিষয়, যা আমরা চেয়েছি, কিন্তু পাইনি, সেগুলির

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

জন্য আমরা তাঁর সঙ্গে বচসা করি। এই আচরণ আমরা আমাদের বাড়িতে এবং কর্মস্থলে করে থাকি। যে সমস্ত বড় বিষয় তিনি আমাদের দিয়েছেন, সেগুলিকে খুবই সহজে ভুলে যাই, কিন্তু যে সমস্ত সামান্য বিষয় তিনি আমাদের দেননি, সেগুলির জন্য আমরা বচসা করি।

আজ আমরা যে শাস্ত্রাংশ পাঠ করেছি, সেখানে এই সত্য আমরা যাকোবের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। ফরৌণের সঙ্গে যাকোবের যখন সাক্ষাৎ হয়, তখন ফরৌণ যাকোবকে প্রশ্ন করেছে, ***"আপনার কত বয়স হয়েছে?"*** (৪৭:৮)। আজকের দিনে আমরা যখন প্রথম কারুর সঙ্গে আলাপ করি, তখন আমরা তাদের কুশল জিজ্ঞাসা করি। ঠিক তেমনই তখনকার দিনে এটাই ছিল অন্যের সঙ্গে কথা শুরু করার প্রথম ধাপ। (আগে কোরিয়াতে এমন সম্ভাষণ করা হত, *"আহার করেছেন?"*)। তখনকার সমাজে অধিক বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকা ছিল প্রবল আকাঙ্ক্ষার বিষয়। তাই, যাকোবকে যখন এই প্রশ্ন করা হয়েছিল, তখন যাকোব একটু বড়াই করতেই পারত। তথাপি, যাকোব তার উত্তরে বলেছে, ***"আমার প্রবাসকালের এক শত ত্রিশ বৎসর হয়েছে, আমার আয়ুর দিন অল্প ও কষ্টকর হয়েছে, এবং আমার পিতৃপুরুষদের প্রবাসকালের আয়ুর তুল্য হয়নি*** (৪৭:৯)। সেই সময় পৃথিবীর সবথেকে ক্ষমতাবান ব্যক্তির সম্মুখে ঈশ্বরের ক্ষমতা ও দয়ার বিষয় সাক্ষ্য দেবার সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও, যাকোব নিজের জীবন সম্বন্ধে যে কথা বলেছে, তা হল, *"আমি খুবই দুঃখ-কষ্টের জীবন যাপন করেছি, এবং অন্যদের তুলনায় পৃথিবীর মাটিতে আমার আয়ু খুবই কম।"* যাকোবের এই কথাকে যখন আমরা বিশ্লেষণ করি, তখন যে সত্য আমরা দেখতে পাই, তা হল, একদিক থেকে যাকোবের এই কথা গভীর অর্থে ঠিক; কিন্তু অন্যদিক থেকে সম্পূর্ণ ভুল। আজ আমরা দেখব, যাকোবের এই কথা কেন ভুল ছিল; আগামী সপ্তাহে আমরা দেখব, এই কথা কেন সঠিক ছিল।

যাকোবের এই কথা সম্পূর্ণ ভুল কেন?

যাকোব বলেছে, ***"আমার আয়ুর দিন অল্প ও কষ্টকর হয়েছে"*** (৪৭:৯)। যাকোব যে এখানে তার আয়ুকে অল্প বলেছে, তার পেছনে বিশেষ যুক্তি নেই? কারণ, যাকোব এখনও মারা পড়েনি, কিংবা এটা তার মৃত্যুর সময়ও নয়। কিন্তু **যাকোবের মনে মৃত্যু দীর্ঘকাল ধরে রাজত্ব করেছিল**, কথায় কথায় যাকোব নিজের মৃত্যুর কথা বলেছে। (১) যখন সে পশুর রক্তমাখা যোষেফের জামা দেখেছিল, তখন সে এমন কথা বলেছিল, ***"আমি দুঃখ করতে করতে পুত্রের কাছে পাতালে নামব"*** (৩৭:৩৫); (২) মিসরের উদ্দেশে তাদের দ্বিতীয় যাত্রায় যোষেফের ভাইরা যখন বিন্যামীনকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চেয়েছিল, তখন যাকোব তাদের এমন কথা বলেছে, ***"তোমরা যে পথে যাবে, সেই পথে যদি এর কোনও বিপদ ঘটে, তবে দুঃখে এই পাকা চুলে আমাকে পাতালে নামিয়ে দেবে"*** (৪২:৩৮); (৩) আবার, যাকোব যখন যোষেফের বেঁচে থাকার সংবাদ পায়, তখন সে এমন কথা বলেছে, ***"এই যথেষ্ট, আমার পুত্র এখনও জীবিত আছে, আমি গিয়ে আমার মৃত্যুর আগে তাকে দেখব"*** (৪৫:২৮); (৪) শেষে যাকোব যখন জীবিত যোষেফের দেখা পেয়েছে, তখনও যাকোব যোষেফকে এমন কথা বলেছে, ***"এখন স্বচ্ছন্দে মরব, কারণ তোমার মুখ দেখতে পেলাম, তুমি এখনও জীবিত আছ"*** (৪৬:৩০)। কিন্তু আমরা জানি, যোষেফের সঙ্গে পুনরায় সাক্ষাতের পর, যাকোব আরও ১৭ বৎসর যোষেফের সঙ্গে কাটাতে চলেছে (৪৭:২৮)। যোষেফের জন্মের পর যাকোব যেমন তার সঙ্গে ১৭ বৎসর কাটিয়েছিল (৩৭:২), ঠিক তেমনই নিজের মৃত্যুর পূর্বে যাকোব যোষেফের সঙ্গে ১৭ বৎসর পুনরায় কাটাতে চলেছে; যদিও তার চিন্তায় সে মারা গেছিল। অর্থাৎ, যাকোব সর্বদা সমস্ত পরিস্থিতিতে নিজের মৃত্যুকে দেখতে পেয়েছে। যাকোব তার নিজের জীবনে যদিও অনেক চড়াই-উৎড়াই অতিক্রম করেছে, কিন্তু তার জীবনের শেষ লগ্নে এসে সে কেবল তার জীবনের নেতিবাচক বিষয়গুলিকেই দেখতে পাচ্ছে, ঈশ্বর যে তার জীবনে মহৎ মহৎ কাজ করেছেন, তা সে ভুলে গেছে। যদিও ঈশ্বর তার জীবনকে নাটকীয় ভাবে পরিবর্তিত করেছেন, তথাপি যাকোবের চিন্তায় তার জীবন তথা আয়ু হল, ***"অল্প ও কষ্টকর।"*** কিন্তু ঈশ্বর যে তার কষ্টকর জীবনকে উদ্ধার করেছেন, সে বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে যাকোব ব্যর্থ হয়েছে।

যাকোবের চিন্তায় তার বিরুদ্ধে অনেক মানুষ অনেক পাপ করেছে, তাকে সেই সমস্ত পাপের বলি হতে

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

হয়েছে, আর এটাই হল তার জীবনের সারাংশ। কিন্তু তার জীবনের সেই সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার জন্য তার নিজের পাপও যে দায়ী, তা দেখতে যাকোব ব্যর্থ হয়েছে। অবশ্যই, অন্যরা তার বিরুদ্ধে পাপ বিভিন্ন পাপ করেছে: (১) **পিতা ইস্হাক** তার বড় ভাই এষৌর প্রতি মুখাপেক্ষা করেছে, যার ফলস্বরূপ গভীর পারিবারিক ক্ষত তৈরী হয়েছে। (২) **দাদা এষৌ** তাকে হত্যা করতে চেয়েছে, যার জন্য যাকোব তার পিতামাতা ও বাড়ি থেকে মামার বাড়ি পালাতে বাধ্য হয়েছে। (৩) **মামা লাবন** তাকে প্রতারিত করে রাহেলের পরিবর্তে লেয়ার সঙ্গে তার বিয়ে দিয়েছে, এবং কম বেতন দিয়ে তার দ্বারা নিজের মেষপাল চরিয়েছে। (৪) এমনকী **তার নিজের ছেলেরা** পর্যন্ত তাকে ঠকিয়েছে এবং তার মুখাপেক্ষার সন্তান যোষেফকে তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে। কিন্তু এই সমস্ত ঘটনা যখন ঘটে, তখন যে যাকোব নীরবে তা সহ্য করেছে, হাঁ করে তাকিয়ে কেবল তা ঘটতে দেখেছে, তা নয়। এই সমস্ত পাপকার্য সাধিত হবার সময় যাকোবও সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করেছে। সেই সমস্ত ঘটনা ঘটার জন্য সে নিজেও পূর্ণ মাত্রায় দায়ী।

তার নিজের দায়িত্বের প্রেক্ষিতে আমরা যখন যাকোবের জীবনকে দেখি, তখন সেই জীবনের সঠিক মূল্যায়ন হল, যাকোব যা পাবার যোগ্য ছিল, ঈশ্বর তাকে তার থেকে অনেক বেশি দিয়েছিলেন। তার প্রতি প্রতিজ্ঞাসমূহ ঈশ্বর কীভাবে পূর্ণ করেছিলেন, তা আমরা দেখতে পারি।

(ক) যাকোবের প্রতি ঈশ্বরের প্রথম প্রতিজ্ঞা ছিল, তার মাধ্যমে মহাজাতি তৈরী করা ও তাদের আশীর্বাদ করা। যাকোব যখন এষৌর ভয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে মামার বাড়ির উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল, বেথেলে ইতস্তত ভাবে ঘুরছিল, তখন তার সঙ্গে ছিল কেবল একটা লাঠি; কিন্তু ঈশ্বর তাকে এখন ৭০ জনের পরিবারে কুলপতি করেছেন। কেবল তাই নয়, যাকোবের দ্বারা যে জাতি উৎপন্ন হতে চলেছে, সেই জাতিকে রক্ষা করার জন্য ঈশ্বর কত পরিকল্পনা করেছেন, তা-ও আমরা দেখেছি। তাদের জন্য তিনি যোষেফকে তাদের আগে মিসরে পাঠিয়েছেন ও তাকে সেই দেশের শাসনকর্তা পর্যন্ত করেছেন, যেন তারা দুর্ভিক্ষের দিনে না খেতে পেয়ে মারা পড়ে। আর তাই, তারা যখন সপরিবারে মিসরে এসেছে, তখন আমরা দেখতে পাচ্ছি, তাদের থাকার জন্য কী ব্যবস্থা নিতে ফরৌণ যোষেফকে আদেশ করেছে, ***"মিসর দেশ তোমার সামনে আছে, দেশের উত্তম স্থানে তোমার পিতা ও ভাইদের বাস করাও; তারা গোশন প্রদেশে বাস করুক; আর তাদের মধ্যে কাউকে কাউকে যদি কার্যাধ্যক্ষ লোক বলে জান, তবে তাদেরকে আমার পশুপালের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত কর"*** (৪৭:৬)। ফরৌণের কথা মতো যোষেফ তার পরিবারের সকলকে ***"মিসর দেশের উত্তম অঞ্চলে, রামিষেষ প্রদেশে, আধিকার দিয়েছিল"*** (৪৭:১১)। তারা গোশন প্রদেশে বাস করতে অধিকার পায়, যেখানে তারা নিরাপদে ও অনায়াসে তাদের পশুপাল চরাতে পারত ও পরিবারের সকলকে প্রতিপালন করতে পারত।

সত্যি কথা বলতে কী, এই সময় তারা মিসরে যে জীবন যাপন করেছিল, তা সেই দেশের নাগরিকদের জীবন-যাত্রা থেকে অনেক উত্তম মানের ছিল। দুর্ভিক্ষের সময়, মিসরবাসীরা খাদ্যের জন্য মরীয়া হয়েছিল। ফলস্বরূপ, তারা তাদের ***রৌপ্য*** (১৪-১৫), ***পশু*** (১৬-১৭), ***ভূমি*** এবং ***নিজেদেরকে*** (১৯-২১) ফরৌণের কাছে বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছিল। এক সময় তারা নিজেরা যে জমির মালিক ছিল, তারা সেই জমিতে চাষ করে পাঁচ ভাগের এক ভাগ ফরৌণকে দিতে বাধ্য হয়েছিল। তারা ***ফরৌণের দাসে*** রূপান্তরিত হয়েছিল। কিন্তু মিসরীয়রা যখন নিজেদের দেশে এইভাবে দাসত্ব ভোগ করতে বাধ্য হয়েছিল, তখন কিন্তু যাকোব ও তার সন্তানরা সেই বিদেশে প্রচুর স্বাধীনতা ও স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করছিল। মিসরীয়রা যখন নিজেদের জমির উপর অধিকার হারিয়েছিল, তখন যাকোবের সন্তানরা গোশন প্রদেশে জমির উপর অধিকার লাভ করেছিল ও সেখানে স্থায়ী ভাবে বসবাস করছিল (৪৭:১)। সেখানে তাদের যথেষ্ট স্বাচ্ছন্দ্য থাকায় বারে বারে যোষেফের কাছে খাদ্য সংগ্রহ করতে আসার প্রয়োজন ছিল না। মোশির সময় ইস্রায়েলীয়রা যে পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে চলেছে, এখনকার এই সময়ের পরিস্থিতি ছিল তার স পূর্ণ বিপরীত।

(খ) যাকোব যখন কনান ত্যাগ করেছিল, তখন তার প্রতি ঈশ্বরের দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা ছিল, তিনি তার

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

সঙ্গে মিসরে যাবেন (৪৬:৪)। যাকোব তার জীবনে ঈশ্বরের উপস্থিতি ও আশীর্বাদ পাবার জন্য অনেক চেষ্টা চালিয়েছিল। যাকোবের বিভিন্ন পাপপূর্ণ প্রচেষ্টা ও আত্ম-কেন্দ্রিকতা থাকা সত্ত্বেও, ঈশ্বর কিন্তু তাকে তাঁর সাহচর্য ও আশীর্বাদ দিয়েছেন। এমনকী ঈশ্বর যাকোবের কাছে এমন প্রতিজ্ঞা পর্যন্ত করেছিলেন যে, ***"যোষেফ তোমার চোখে হস্তার্পণ করবে"*** (৪৬:৪)। যোষেফ যদিও যাকোবের জীবনে প্রতিমার আকার নিয়েছিল, তথাপি তার কাছ থেকে তিনি এই প্রতিমাকে কেড়ে নেননি। পরিবর্তে তার মুখাপেক্ষার পুত্রের সঙ্গে তার জীবনের শেষ ১৭ বৎসর তিনি যাকোবকে কাটাতে দিয়েছেন। যাকোব যা পাবার যোগ্য ছিল, ঈশ্বর তার থেকে অনেক বেশি যাকোবকে দিয়েছিলেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, নিজের প্রতি ঈশ্বরের এই সমস্ত উত্তমতা যাকোবের চোখ এড়িয়ে গেছে, তাই সে তার আয়ুকে ***"অল্প ও কষ্টকর"*** আখ্যা দিয়েছে। এ বিষয়ে যাকোবের মনোভাবের সঙ্গে আমরা যোষেফের মনোভাবের মধ্যে বিরাট পার্থক্য দেখতে পাই। ৫০:২০ পদে আমরা যোষেফকে তার দাদাদের এমন কথা বলতে শুনতে পাব, ***"তোমরা আমার বিরুদ্ধে অনিষ্ট কল্পনা করেছিলে বটে, কিন্তু ঈশ্বর তা মঙ্গলের কল্পনা করলেন।"*** যাকোব কিন্তু তার জীবনের সেই সমস্ত নেতিবাচক ঘটনাকে এই দৃষ্টিকোন থেকে দেখতে ব্যর্থ হয়েছে।

আমরাও অনেক সময় যাকোবের ন্যায় একই মনোভাবের পরিচয় দিয়ে থাকি। আমরাও যখন আমাদের চারপাশের বিভিন্ন ঘটনাকে দেখি, তখন দেখতে পাই, আমরা যা চাইনি, এমন অনেক ঘটনা আমাদের জীবনে ঘটেছে। আমাদের শিক্ষাজীবন, কর্মজীবন, দা পত্যজীবন বা সন্তানদের মানুষ করার ক্ষেত্রে আমরা এমন অনেক বিষয় ইচ্ছা করেছিলাম, কিন্তু বাস্তবে ঠিক তার বিপরীত ঘটেছে। আমরা অনেক উত্তম বিষয় ইচ্ছা করেছিলাম, কিংবা বিভিন্ন মন্দ বিষয় থেকে দূরে থাকতে চেয়েছিলাম। হতে পারে আমরা বছরের পর বছর ধরে ঐ সমস্ত আশীর্বাদ পেতে ও ঐ সমস্ত কষ্ট থেকে দূরে থাকতে প্রার্থনা করেছি। কিন্তু যখন দেখতে পাই, ঈশ্বর আমাদের প্রার্থনা অনুসারে উত্তর দেননি, তখনও কি আমরা তাঁর দেওয়া উত্তরের মধ্যে দেখতে পাই যে, তিনি আমাদের মধ্যে উত্তম সাধন করেছেন। যাকোব ও যোষেফের জন্য যে সত্য প্রযোজ্য ছিল, তা আমাদের জন্যও একই ভাবে প্রযোজ্য। আমাদের উপলব্ধি করার প্রয়োজন আছে যে, অন্যরা আমাদের বিরুদ্ধে অনিষ্ট কল্পনা করতে পারে, কিন্তু ঈশ্বর তা আমাদের মঙ্গলের জন্য ব্যবহার করেন। আমাদের জীবনে আমরা যে সমস্ত দুঃখ-কষ্ট, পরীক্ষা-প্রলোভন, নিরাশা বা ব্যর্থতা ভোগ করেছি, তাদের কোনটাই ঈশ্বরের প্রজ্ঞায় অপ্রয়োজনীয় ছিল না। যা আমরা আশা করেছিলাম, তা যদি সত্যিই আমাদের মঙ্গলের জন্য হত, তাহলে আমাদের সর্বশক্তিমান ও করুণাময় ঈশ্বর অবশ্যই তা আমাদের দিতেন। হয়ত তিনি ভবিষ্যতে তা আমাদের দিতে চলেছেন, যখন তা আরও যথার্থ হবে, যখন আমাদের যোষেফ আমাদের চোখে হাত দেবে। আবার, হয়ত এ-ও হতে পারে, আমরা যেন সেই সত্য উপলব্ধি ও স্বীকার করি যে, যা ইচ্ছা করেছিলাম, তা না পেলেও, আমাদের জীবনে তাঁর উপস্থিতি ও অনুগ্রহই যথেষ্ট (২করি. ১২:৯)। আবার হয়ত এ-ও হতে পারে, সেই যাচনা পূর্ণ না করে, তিনি আমাদের ধৈর্য শিক্ষা দিচ্ছেন। আজ আমরা আমাদের জীবনে কী দেখতে পাচ্ছি? আমাদের চারপাশে যে সমস্ত মানুষকে তিনি যুগিয়েছেন, তাদের মাধ্যমে আমাদের প্রতি তাঁর প্রেমকে কি আমরা দেখতে পাচ্ছি? যদিও আমাদের জীবনে বিভিন্ন সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ আছে, তথাপি তাদের মধ্যেও কি আমরা উপলব্ধি করি যে, আমরা যা পাবার যোগ্য ছিলাম, তার থেকে অনেক বেশি তিনি আমাদের যুগিয়েছেন?

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com